দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 19 MAY 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শেষ পর্ব

শিক্ষকদের মধ্যে মতাদর্শের লড়াই তৎপরতা চলছে দু'টি ধারায়

।। আবদুস সালাম খান/আকমল হোসেন ।।

শান্তিডাঙ্গা–দুলালপুর (কুষ্টিয়া)।– ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনকারী' শাপলা প্যানেল ও 'জাতীয়তাবাদী মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ' সবুজ প্যানেলের বিরোধ সম্প্রতি জোরদার হয়েছে। শাপলা প্যানেলভুক্ত একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবুজ প্যানেল থেকে উপাচার্যের কাছে সরাসরি স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে; প্রধান–মন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছেও অনুলিপি পাঠানো হয়েছে।

১৪০০ সাল উপলক্ষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগ–এর সংকলন "কালের যাত্রার ধ্বনি" ও বিশ্ববিদ্যালয়ের "আমরা" সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রকাশিত 'দুপুর রোদের চিৎকার' নামের সংকলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক মুঈদ রহমানের যথাক্রমে "ভাবি অন্য কিছু" এবং 'আজকের শিক্ষা সংকট ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক দু'টি লেখা নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে 'লড়াই' বেধেছে। শিবিরের সমর্থনে 'ইসলামী চেতনা পরিষদের' ব্যানারে একটি সংগঠন, মুঈদ রহমানের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে। সংকলন দু'টি সম্পাদনার দায়িত্ব পালনকারীদের কৈফিয়ৎ তলব হতে পারে বলেও শোনা যাচ্ছে।

'কালের যাত্রার ধ্বনি'তে মুঈদ রহমানের লেখা 'ভাবি অন্য কিছু' প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২ জন শিক্ষক স্বাক্ষরিত অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, মুঈদ রহমান ঐ প্রবন্ধে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতিতে সরাসরি আঘাত হেনেছেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বাংলাদেশী জাতীয়তার প্রশ্ন তুলেও জাতিকে এক চরম সংকটের দিকে ঠেলে দেয়ার অপপ্রয়াস চালিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে ইসলামবিরোধী ও জাতীয়তাবাদ পরিপন্থী এরূপ প্রবন্ধ কিভাবে প্রকাশ হতে পারে, তা আমরা জানতে চাচ্ছি।

'দুপুর রোদের চিৎকার' নামক স্মরণিকায় 'আজকের শিক্ষাসংকট ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক নিবন্ধের বিরুদ্ধে উক্ত শিক্ষকদের অভিযোগ হলো মুঈদ রহমান ঐ প্রবন্ধে তৌহিদী জনতার গভীর বিশ্বাস ও অনুভূতির ওপর আঘাত করেছেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ধারণাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছেন––। অভিযোগপত্রে আরও উল্লেখ করা হয়, ইসলামী মূল্যবোধকে যিনি সরাসরি আক্রমণ করার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে পারেন ঐরূপ ব্যক্তি কি করে এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার মতো মহান পেশায় নিয়োজিত থাকেন।

মুঈদ রহমানের বক্তব্যঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তরুণ প্রভাষক মুঈদ রহমান বলেছেন যে, 'ভাবি অন্য কিছু'তে তিনি নিছক সংস্কৃতি সম্পর্কেই লিখেছেন। 'ভৌগোলিক সীমারেখা সংস্কৃতি বিভাজন তৈরি করতে পারে না, নাগরিকত্বের স্বাতন্ত্র্য ছাড়া। বাঙালি বললে যেমন বোঝা যায় না সে কোন্ দেশের নাগরিক, হিন্দু না মুসলমান, সংস্কৃতির বিষয়টিও সেরূপ।'

'দুপুর রোদের চিৎকারে' আজকের শিক্ষা সংকট ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষক লেখায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জটিলতা ও সীমাবদ্ধতা নিতে মুঈদ রহমান আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সার্বজনীনতার বিষয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আবেগকে প্রশ্রয় দিয়ে যদি কোন শিক্ষা দেয়া হয় তবে বেকারত্ব ও কর্মবিমুখতা শেষ পর্যন্ত হতাশার জন্ম দেবে এবং তা থেকে সমাজ শেষ পর্যন্ত বিরূপ প্রতিদান পেতে পারে–––। পৃথিবীর কোন দেশেই ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিতের কর্মসংস্থান নেই, এমনকি সৌদি আরবেও নেই। কর্মের বিষয়টি উৎপাদনের সাথে জড়িত–––। মুঈদ রহমান বলেছেন, এই গণতান্ত্রিক দেশে একজন লেখকের এতটুকু স্বাধীনতা থাকা উচিত। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান ও মানবিক অনুষদ থেকে উত্তীর্ণদের শিক্ষা ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা ও ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের বিষয়টিই তিনি উল্লেখ করেছেন।

'কালের যাত্রার ধ্বনি'র প্রকাশক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকেও ঐ বিতর্কে জড়ানো হয়েছে। এ ব্যাপারে রেজিস্ট্রার বলেছেন, প্রকাশিত লেখাটি খুঁটিনাটি পড়ে দেখা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

দু'টি গ্রুপে বিভক্ত শিক্ষকরা মুঈদ রহমানের লেখা নিবন্ধ নিয়ে স্ব–স্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'তৎপরতা' চালাচ্ছেন। বৈঠক–আলোচনা চলছে শিক্ষকদের দু'টি গ্রুপের মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিও মুঈদ রহমান 'ইস্যু' নিয়ে দু'টি ধারায় 'তৎপর' রয়েছে।